ভারতের সঙ্গে উত্তেজনা: তিব্বতে সেনাদের মার্শাল আর্ট শেখাবে চীন

গালওয়ান উপত্যাকায় ভারতের সঙ্গে চীনের সংঘর্ষের পর উত্তেজনা বিরাজ করছে সীমান্তে। এরই মধ্যে তিব্বত মালভূমিতে থাকা সেনাদের মার্শাল আর্ট শেখাতে ২০ জন প্রশিক্ষক পাঠাচ্ছে চীন।

বিবিসি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের কারণ নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে চীনা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের পর অন্তত ২০ জন ভারতীয় সেনা সদস্য নিহত হওয়ার পরপর তাদের এই সিদ্ধান্ত এল।

১৯৯৬ সালে দেশ দুটির মধ্যে হওয়া এক চুক্তিতে সীমান্তে বন্দুক বা বিস্ফোরকদ্রব্য বহন না করার বিষয়ে উভয় পক্ষই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আছে।

১৫ জুন লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ২০ ভারতীয় সেনা নিহত ও আরও ৭৬ জন আহত হয় বলে নয়া দিল্লি জানিয়েছিল। তবে, চীনের পক্ষ থেকে হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়নি।

হংকংয়ের গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষক পাঠানোর এই খবরটি চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমগুলোয় গত ২০ জুন প্রকাশিত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যম সিসিটিভি জানিয়েছে, ২০ জন মার্শাল আর্ট যোদ্ধা তিব্বতের রাজধানী লাসায় অবস্থান করবে। তবে তারা ভারত সীমান্তে দায়িত্বরত চীনা সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেবে কিনা চীনের গণমাধ্যমগুলো এটা নিশ্চিত করেনি।

লাদাখের গালওয়ান নদী উপত্যকায় চলতি মাসের মাঝামাঝিতে হওয়া সংঘর্ষের জন্য প্রতিবেশী দুই দেশ একে অপরকে দোষারোপ করে আসছে। রুক্ষ প্রকৃতি ও উঁচু-খাড়া চড়াইয়ের এ এলাকাটি চীন অধিকৃত আকসাই চীনের কাছে।

বিতর্কিত এ আকসাই চীনকে ভারত নিজেদের এলাকা বলে দাবি করলেও দীর্ঘদিন ধরেই অঞ্চলটি বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

এদিকে ভারতের গণমাধ্যমগুলোর দাবি, ১৫ জুন সংঘর্ষ হওয়া ওই স্থানে সামরিক অবকাঠামো নির্মাণ করছে চীন। ১৪ নম্বর পেট্রলিং পয়েন্টে ভারত টহল দিলেও এখন চীনা বাহিনী তাতে বাধা দিচ্ছে। স্যাটেলাইট ছবিতে দাবি করা হয়, নতুন করে চীনা বাহিনী সীমান্তের ওই এলাকায় স্থাপনা নিমার্ণ করছে। সূত্র-যুগান্তর

মাশরাফি ভাই জীবন্ত কিংবদন্তি, তিনি আমার আইডল’

বাংলাদেশ দলের সাবেক সফল অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজাকে নিজের আইডল হিসেবে ভাবেন জাতীয় নারী দলের তারকা অলরাউন্ডার জাহানারা আলম।

সম্প্রতি ভারতীয় ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম ক্রিকট্রেকারকে দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে জাহানারা আলম বলেন, আমার কাছে সেই ধরনের কোনো আইডল নেই। আমার একজন কোচ আমাকে ইউটিউবে কিছু ভিডিও দেখানোর পরে আমি ব্রেট লির বোলিং দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি গতি এবং সুইংয়ের জন্য সেরাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আমি বোলিংয়ে তাকে অনুসরণ করতাম।

দেশের হয়ে ৩৭টি ওয়ানডে আর ৭১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলা ২৭ বছর বয়সী এ অলরাউন্ডার আরও বলেন, ব্রেট লির বোলিংয়ের ভিডিও দেখার পর থেকেই আমি সেরা খেলোয়াড়দের শনাক্ত করতে শুরু করি। প্রতিটি দেশ থেকে, আমি দুই থেকে তিনজন ক্রিকেটারকে অনুসরণ করে থাকি।

জাতীয় দলের সাবেক এ অধিনায়ক মাশরাফি প্রসঙ্গে বলেন, মাশরাফি ভাইয়াকে আমি খুব পছন্দ করি। তিনি একজন জীবন্ত কিংবদন্তি। তিনিই আমার একমাত্র আইডল। আমি তার প্রতিটি বিষয় পছন্দ করি, তবে এমন নয় যে আমি তার মতো সবকিছু করতে চাই।

আরও খবর

করোনার ওষুধ বানানোয় বাবা রামদেবসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা

করোনার ওষুধ নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে ভারতের বিখ্যাত যোগগুরু ও পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের প্রধান বাবা রামদেবসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

শনিবার ওই মামলাটি করা হয়েছে সেই সঙ্গে তাদের কোম্পানির উদ্ভাবিত করোনার ওষুধ ‘করোনিল’র সকল প্রচারণা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খবর এনডিটিভি, ইন্ডিয়া টুডে ও নিউজ এইটিনের।

শুক্রবার জয়পুরের জ্যোতিনগর পুলিশ স্টেশনে রামদেব সহ পতঞ্জলির এমডি আচার্য বালকৃষ্ণ, বিজ্ঞানী অনুরাগ ভার্শনে, এনআইএমএস চেয়ারম্যান বলবীর সিং তোমার এবং ডিরেক্টর অনুরাগ তোমারের বিরুদ্ধে ভূল প্রচার চালানোর অভিযোগে এফআইআর দায়ের করা হয়।

এ বিষয়ে জ্যোতিনগর পুলিশ স্টেশনের অফিসার সুধীর কুমার উপাধ্যায় জানিয়েছেন, ‘হ্যাঁ, বাবা রামদেব, আচার্য বালকৃষ্ণ, বিজ্ঞানী অনুরাগ ভার্শনে, বলবীর সিং তোমার, অনুরাগ তোমার-এর বিরুদ্ধে ঋওজ দায়ের করা হয়েছে।’

গত মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ধুমধাম করেই করোনা বধের ওষুধ বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছিলেন আলোচিত যোগগুরু রামদেব।

পতঞ্জলির তরফে জানানো হয়, ‘করোনিল ও শ্বাসরি’ নামের দুটি ওষুধ কোভিড রোগীদের উপর পরীক্ষা করেও দেখা হয়েছে। এই ওষুধ প্রয়োগে সুস্থতার হার ১০০ শতাংশ বলে জানায় কোম্পানি।

এমনকী রামদেব এও দাবি করেন, দীর্ঘ গবেষণার পরই আয়ুর্বেদকে কাজে লাগিয়ে ওষুধটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এতে তিন থেকে সাতদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন করোনা আক্রান্ত।

কিন্তু এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরই ভারতের কেন্দ্র সরকারের নজরে

‘আমি ইন্দিরা গান্ধীর নাতনি’ বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ প্রিয়াংকার

উত্তরপ্রদেশের ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন কংগ্রেস নেত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধী। সেই সঙ্গে নিজের বংশ পরিচয়ও আরেকবার মনে করিয়ে দিলেন বিরোধীদের।

বিজেপিকে সতর্ক করে তিনি বলেছেন, সরকার তার বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ নেয়ার নিক। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর নাতনি। তাকে হুমকি দিয়ে লাভ নেই। সত্য কথা তিনি বলবেনই।

উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় একাধিক দফতর এখন তার বিরুদ্ধে সক্রিয়। কিন্তু পিছু হটবেন না বলে সাফ জানি দিয়েছেন প্রিয়াংকা।

তার ভাষায়, ‘আমি ইন্দিরা গাঁন্ধীর নাতনি। কিছু বিরোধী নেতা- নেত্রীর মতো বিজেপির অঘোষিত মুখপাত্র নই।’ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, এনডিটিভির।

ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যের মতোই উত্তরপ্রদেশেও ভয়াবহ থাবা বসিয়েছে করোনা। কিন্তু মহামারী মোকাবেলায় রাজ্য সরকারের নানা অনিয়ম ও অব্যাবস্থাপনার কথা উঠে আসছে।

এর মধ্যে কানপুরে একটি সরকারি হোমে সম্প্রতি বেশ কয়েক জন কিশোরী করোনা আক্রান্ত হয়। তাদের কয়েকজন আবার গর্ভবতী বলেও খবর বেরোয়।

এ নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে সমালোচনা করে আসছেন প্রিয়াংকা। একাধিক সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট তুলে তিনি জানান, উত্তরপ্রদেশে ভাইরাস পরিস্থিতি উদ্বেগজনক।

আরও জানান, কানপুর সরকারি হোমে ৫৭ জন কিশোরী আক্রান্ত। এসব

সমালোচনা উঠতেই প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে সরব যোগী সরকার। অভিযোগ, পুরো সত্য না জেনেই, ওই সরকারি হোম নিয়ে প্রিয়াংকা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছেন।

সেই জেরেই শুক্রবার প্রিয়াংকাকে নোটিস দেয় উত্তরপ্রদেশ চাইল্ড রাইটস প্যানেল। তিন দিনের মধ্যে তার কাছ থেকে জবাব চাওয়া হয়।

এ নিয়েই এদিন টুইটারে ফুঁসে ওঠেন প্রিয়াংকা। তিনি লেখেন, ‘জনগণের সেবক হিসেবে উত্তরপ্রদেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ আমি। সত্যটা সামনে আনা আমার কর্তব্য, বিজেপি সরকারের তথ্য প্রচার করা নয়।’ উত্তরপ্রদেশ সরকার তাকে হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন প্রিয়াংকা।

তিনি বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশ সরকার বিভিন্ন দফতরের মাধ্যমে আমাকে হুমকি দিয়ে খামোখা সময় নষ্ট করছে। যা পারে করুক ওরা। সত্যিটা সামনে তুলে আনবই। আমি ইন্দিরা গাঁন্ধীর নাতনি। বিরোধী পক্ষের কিছু নেতার মতো বিজেপির অঘোষিত মুখপাত্র নই। সুত্র-যুগান্তর

চাঞ্চল্যকর তথ্য, আমেরিকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটি!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে দিশেহারা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকা। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত (শুক্রবার সকাল সোয়া ৮টা) দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছে ২৫ লাখ ৪ হাজার ৫৮৮ জন। কিন্তু দেশটির একজন স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটির উপরে। এমন অনেকেই আছেন যারা আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু জানেন না। খবর আল জাজিরা, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও শিকাগো সানটাইমসের।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে বাড়তে শুরু করেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ওই কর্মকর্তা মনে করছেন দেশব্যাপী আতঙ্ক যাতে

না ছাড়ায় সে কারণে ট্রাম্প প্রশাসন প্রকৃত তথ্য জানাচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২ কোটির উপরে। ২ কোটি আক্রান্ত হওয়ার মানে দাঁড়াচ্ছে দেশটির ৬ শতাংশ মানুষ ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে (মোট জনসংখ্যা ৩৩ কোটি ১ লাখ)।

এর আগে আমেরিকার রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নিরাময় কেন্দ্রের (সিডিসি) বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্থনি ফাউচি জানিয়েছিলেন, দেশটির মোট আক্রান্তের ২৫ শতাংশ জানেনই না যে তারা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। কারণ, তাদের মধ্যে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।
সম্প্রতি সিডিসি দেশব্যাপী ব্লাড স্যাম্পল সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। সেটার ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে মহামারীর শুরুতে অনেকে বুঝতেই পারেননি যে তারা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাছাড়া শুরুর দিকে অনেকে টেস্ট করারই সুযোগ পাননি। তখন যাদের মধ্যে করোনার লক্ষণ ছিল কেবল তাদের টেস্ট করানো হয়েছিল।

এদিকে ট্রাম্প প্রশাসন প্রচারণা চালাচ্ছে যে করোনাভাইরাস যুক্তরাষ্ট্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে বিদায় নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত চিত্র ঠিক তার বিপরীত। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দুই মন্ত্রণালয়ের টানাটানিতে দেশে কিট সংকট, বন্ধ আমদানি

অর্থের অভাবেই আটকে আছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ টেস্টের কিট আমদানি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বলছে, কিট সরবরাহ করলেও এখনো একটি টাকাও পরিশোধ করেনি কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএইচডি)। তাই বন্ধ তাদের আমদানি। বিকল্প হিসেবে ছোট ছোট লটে কিট আমদানি করছে সিএমএইচডি। অধিদপ্তরের হিসেবে গত তিন মাসে কিট এসেছে সাত লাখের বেশি। বর্তমান মজুদ প্রায় ত্রিশ হাজার, শনি-রবিবারে আসবে আরও একটি লট।

কিটের সরবারহ নেই তাই বন্ধ করোনা টেস্টের বুথ। কোথাও আবার নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে চাইলেও টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশজুড়ে রোগী বাড়লেও সেই তালে বাড়ছে না টেস্টের সংখ্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে, এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি কিট আনা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ বিভিন্ন ভেন্ডরের মাধ্যমে ক্রয় করেছে কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার সিএসএইচডি। বাকি দুই লাখ এসেছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে।

কয়েক দফা একাধিক প্রতিষ্ঠান কিট সরবারহ করলেও এখনো তাদের একটি টাকা বিলও পরিশোধ করেনি সিএমএইচডি। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, টাকা না পেয়ে তারা নতুন করে আর এলসি খুলছেন না, তাই তারা বন্ধ রেখেছেন কিট আমদানি।
ওএমসি লিমিটেডে পরিচালক মারুফ আহমেদ বলেন, এখন এমন একটা অবস্থা কোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে ওদিক সাপ্লাই দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ঔষধাগারতো কাউকে কোন বিলই দিচ্ছে না। বলে যে প্রসেসিং-এ আছে, এই কথাতে মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদের দোহাই দেয়া হয়। আমরা তো কোন তহবিল পাচ্ছি না তাই অর্ডারও দিতে পারছি না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, করোনা মোকাবিলায় ৯০০ কোটি টাকা বাজেট থাকলেও হাতে পেয়েছে মাত্র আড়াই’শ কোটি টাকা। বাজেটের অন্তবর্তীকালীন সময় হওয়ায় বাকি বরাদ্দ পেতে রয়েছে কিছু জটিলতা। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন বক্তব্য মেলেনি।

চলতি মাসের শেষের দিকে সঙ্কট মিটবে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন, সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়া ৩০ জুনের পরে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর তৈরি করবো। তারপরে একসাথে অনেক দিনের জন্য কিনে এনে মজুদ করতে পারবো।
সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সামনে করোনার আরও ভয়াবহ রূপ দেখবে যুক্তরাষ্ট্র: ডা. ফাউসি

মহামারী করোনাভাইরাসের দাপটে কোণঠাসা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। রোজ আক্রান্ত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ; মারা যাচ্ছেন শয়ে শয়ে।

মৃত্যু এরই মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। তবু নিয়ন্ত্রণে আসছে না কোভিড-১৯ সংক্রমণ। আগামী কয়েক দিনে এ ভাইরাসের ভয়াবহ রূপ যুক্তরাষ্ট্র দেখবে বলে সতর্ক করেছেন দেশটির শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী ও সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অ্যান্থনি ফাউসি।

তিনি বলেন, বর্তমানে কিছু অঙ্গরাজ্যে করোনাভাইরাসের বিরক্তিকর উত্থান দেখছে জাতি। তবে সামনের দিনগুলোতে এ সংক্রমণ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

কোভিড-১৯ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মারা গেছেন এক লাখ ২৩ হাজার ৪৭৩ জন। আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৪ লাখ ২৪ হাজার ১৬৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৩৬ হাজারেরও বেশি আক্রান্ত হয়েছে।

তবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক অঙ্গরাজ্যে নতুন করে সংক্রমণ বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণ জনগোষ্ঠী, যাদের বয়স ২০-৪০ বছরের মধ্যে।

মঙ্গলবার দেশটির করোনাভাইরাস টাস্কফোর্সের সদস্য ডা. অ্যান্থনি ফাউসি বলেন, কয়েক দিন আগেও একদিনে নতুন করে ৩০ হাজার আক্রান্ত হওয়ার চিত্র দেখা গেছে। এই চিত্রটা আমার কাছে খুবই কষ্টদায়ক। তবে আমরা বর্তমানে টেক্সাস, ফ্লোরিডা, আরিজোনাসহ অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে করোনার যে ঢেউ দেখছি তা আগামী কয়েক সপ্তাহে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

বিজ্ঞানীরা যেখানে করোনাভাইরাসের আসছে দিনের ভয়াবহতা নিয়ে সতর্ক করছেন, সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট চলছে উল্টো পথে। সম্প্রতি ওকলাহমায় এক নির্বাচনী প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, করোনায় সংক্রমণের সংখ্যা সরকারি হিসেবে যাতে কম দেখানো যায়, সে জন্য টেস্টিং কমিয়ে দেয়ার জন্য তিনি তার টিমকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যত বেশি টেস্ট তত বেশি শনাক্ত। তাই টেস্ট কমিয়ে দিতে বলেছি।

তবে করোনা টেস্টিং কমিয়ে দেয়ার জন্য কাউকে নির্দেশ দেয়া হয়নি বলেও জানান দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেসের পরিচালক ডা. ফাউসি।

তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি, আমাদের কাউকে পরীক্ষা কমিয়ে দেয়ার

জন্য বলা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আমরা পরীক্ষার হার আরও বাড়িবে দেব।

চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস বিশ্বের ২১৩ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। এটিকে বৈশ্বিক মহামারী ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

করোনা নয়, মিয়ানমারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ডেঙ্গু

করোনার এই মহামারীর সময়ে মিয়ানমারে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে ডেঙ্গুর প্রকোপ। দেশটির স্বাস্থ্য বিভাগের জানিয়েছে, ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ও আক্রান্ত করোনাভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। খবর মিয়ানমার টাইমসের।

স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্যে বলা হয়েছে, মিয়ানমারে গত ১২ সপ্তাহে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। আর বছরের প্রথম পাঁচ মাসে এতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ হাজার ৪৮০ জন। অন্যদিকে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মিয়ানমারে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে মাত্র ৬ জনের; আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮৭ জনে।

স্বাস্থ্য বিভাগের ডেঙ্গু সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেশি ভারতের নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অরুণাচল ঘেঁষা সাগাইং প্রদেশে। মে মাসেই সেখানে ৩০০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন, মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। মান্দালে, ইয়াঙ্গুন, মাগুই ও মোন প্রদেশেও ডেঙ্গুর উল্লেখযোগ্য প্রাদুর্ভাব রয়েছে। চলতি বর্ষায় ডেঙ্গু আরও বেশি ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র উ থান নাইং সো বলেন, “পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও কিছুটা পরিবর্তনের মাধ্যমে মশাগুলোকে ডিমপাড়ার সুযোগ না দেওয়াই ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ রোখার অন্যতম উপায়।”

সেই সঙ্গে বর্জ্য আবর্জনা ভালোভাবে পরিষ্কার করা ও পানির ধরে রাখার কন্টেইনারগুলো পরিচ্ছন্ন রাখতে জনসাধারণের প্রতি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

উ থান নাইং সো বলেন, “কোভিড-১৯ মোকাবিলায় আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে ভালো অংশগ্রহণ পেয়েছি। ডেঙ্গু প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও আমি জনসাধারণ, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি সংগঠনগুলোর সমন্বিত অংশগ্রহণ আশা করছি। এ ক্ষেত্রে সবার অংশগ্রহণটা গুরুত্বপূর্ণ।”

মিয়ানমারে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব সেই ১৯৬৫ সাল থেকে প্রতিবছরই দেখা যায়। প্রতি বছরই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারায়, আক্রান্ত হয় ২৫ হাজারের বেশি মানুষ। সূত্র-যুগান্তর

সৌদিতে করোনায় পাঁচ বাংলাদেশি চিকিৎসকের মৃত্যু

সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত পাঁচ বাংলাদেশি চিকিৎসক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। একই সঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন দুই চিকিৎসকের স্ত্রীও।

এছাড়া বেশ কয়েকজন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন সৌদি আরবের বিভিন্ন হাসপাতালে। সোমবার রিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

মারা যাওয়া পাঁচ চিকিৎসক হলেন- ডা. মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (রণক), ডা. আফাক হোসেন, ডা. আবদুর রহিম, ডা. মো. আনোয়ার উল হাসান ও ডা. গোলাম মোস্তফা।

সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মশিহ্ মারা যাওয়া চিকিৎসকদের স্মরণ করে বলেন, যে চিকিৎসকরা মানুষকে সাহায্য ও চিকিৎসার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন তারা প্রকৃত বীর। তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি তিনি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯ জুন করোনা সংক্রমণে মারা যান

ডা. মোহাম্মদ শফিউল্লাহ (রণক)। তিনি সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন রিয়াদের কিং সালমান হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে পরামর্শক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ডা. রণক সৌদি আরবে কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রমণের শুরু থেকেই কিং সালমান হাসপাতালের দুটি করোনা ওয়ার্ডের দায়িত্বে ছিলেন।

করোনায় সৌদি আরবে প্রথম চিকিৎসক হিসেবে ডা. আফাক হোসেনের মৃত্যু হয়। তিনি মদিনার স্থানীয় সাফা আল মদিনাহ্ পলি ক্লিনিকের অর্থোপেডিক সার্জন ও জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন।

আরেক চিকিৎসক আবদুর রহিম ১৯ মে জেদ্দায় মৃত্যুবরণ করেন। তিনি জেদ্দার বিন লাদেন পলি ক্লিনিকে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৩ জুন ডা. আনোয়ার উল হাসান রিয়াদে করোনাভাইরাস সংক্রমণে মারা যান।

তিনি রিয়াদের বাথায় বদরুদ্দিন পলি ক্লিনিকে জেনারেল প্র্যাকটিশনার হিসেবে ছিলেন। ১৬ জুন মদিনায় করোনা সংক্রমণে ডা. গোলাম মোস্তফা মারা যান। তিনি সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন মদিনার আগুল স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে দায়িত্ব পালন করেছেন।

রিয়াদে করোনা সংক্রমণে দুই বাংলাদেশি ডাক্তারের স্ত্রীও মারা যান। ডা. শফিকুল ইসলাম ও ডা. আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী সম্প্রতি রিয়াদে ইন্তেকাল করেন।

এছাড়া আরও বেশ কয়েকজন চিকিৎসক সৌদিআরবে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাংলাদেশ দূতাবাস আক্রান্ত ডাক্তারদের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত ও যেকোনো সহযোগিতার জন্য চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। সুত্র-যুগান্তর

যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালালে সমুচিত জবাব: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগরে ইরানবিরোধী যে কোনো ধরনের সামরিক পদক্ষেপ নিলে তেহরানের ব্যাপকভিত্তিক জবাবের সম্মুখীন হবে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেইন দেহকান এ হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন।

তিনি সোমবার কাতারভিত্তিক জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম আলজাজিরা টেলিভিশনকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিষোদগার করে ইরানের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী দেহকান বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন অপরাধী; তাকে প্রেসিডেন্ট বলার সুযোগ নেই। ইরান ট্রাম্পের সঙ্গে কোনো অবস্থায় আলোচনায় বসবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, ইরান নিজের ক্ষেপণাস্ত্রব্যবস্থা ও মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়েও কখনও কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না।

ইয়েমেন পরিস্থিতি নিয়ে আলজাজিরার এক প্রশ্নের জবাবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির উপদেষ্টা বলেন, ইয়েমেনে যে গোলযোগ তৈরি হয়েছে, তার একমাত্র কারণ দেশটিতে সৌদি আগ্রাসন। তিনি রিয়াদকে ইয়েমেন যুদ্ধে পরাজয় মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।

জেনারেল দেহকান বলেন, সৌদি আরব ভুল স্বীকার করে নিজের নীতিতে পরিবর্তন আনলে তেহরান রিয়াদের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনায় বসতে রাজি আছে।

লিবিয়া পরিস্থিতিতে ইরানের নীতি তুলে ধরে দেশটির সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপোলিতে ক্ষমতাসীন জাতীয় ঐকমত্যের সরকারকে আন্তর্জাতিক সমাজ স্বীকৃতি দিয়েছে। কাজেই ইরানও এই সরকারকেই সমর্থন করে। সূত্র-যুগান্তর